উত্তরবঙ্গের রাভা জনজাতির উপর পুলিশী আক্রমণের প্রতিবাদ করুন!
আদিবাসী-অরণ্যবাসীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশে দাঁড়ান!

বন্ধু

আদিবাসী-অরণ্যবাসীদের সর্বভারতীয় সংগঠন রাষ্ট্রীয় বন-জন শ্রমজীবী মঞ্চের(National Forum of Forest People and Forest Workers—NFFPFW) উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক সমিতির পক্ষ থেকে আপনার/আপনাদের কাছে এই আবেদন।

গত এক দশকেরও বেশী সময় ধরে আমাদের সংগঠন আদিবাসী-অরণ্যবাসী মানুষের মধ্যে কাজ করছে। উত্তরবঙ্গে পর্বত এবং সমতলের বিভিন্ন বনবস্তিতে বসবাসরত আদিবাসী-বনবাসী মানুষ বাস্তুজমি-কৃষিজমির মালিকানা অধিকার সহ অরণ্যের অধিকারের বিভিন্ন দাবীতে যে দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন গড়ে তোলেন, তা আমাদের সংগঠনের উদ্যোগেই। উত্তরবঙ্গ সহ দেশের সর্বত্র যে গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে, তার ফলে ২০০৬-এর ডিসেম্বরে ঐতিহাসিক বনাধিকার আইনটি পাশ হয়। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আদিবাসী-অরণ্যবাসীরা এই আইনের যথাযথ রূপায়ণের দাবী তুলে, শান্তিপূর্ন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে গেছেন, আইন রূপায়ণে যথেচ্ছ সরকারী বেনিয়ম নিয়েও প্রতিবাদ তীব্রতর হয়েছে।

এই আন্দোলনের অংশ হিসাবে এবং বনাধিকার আইনের ৫ নং ধারা অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় আদিবাসী-অরণ্যবাসী নিজেদের এলাকায় গ্রাম-সভা বানিয়ে এক গণ বন-পরিচালন ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেন।বিশেষত জলপাইগুড়ি জেলার চিলাপাতা বনাঞ্চলের আদি অধিবাসী রাভা জনজাতির মানুষ এলাকার বনাঞ্চলে বনলুঠ এবং দুর্বৃত্তদের যথেচ্ছ প্রবেশ রুখতে যে ব্যবস্থা ইত্যাদি নেন তা সরকারী বনবিভাগের এবং স্থানীয় কাঠ-মাফিয়াদের কাছে বিপদসংকেত হিসাবে যায়। ২০০৮-এর ১১ই নভেম্বর সংগঠনের বর্তমান সহ-আহ্বায়ক আলিপুরদুয়ার কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র সুন্দর সিং রাভা ও অন্যান্যরা স্থানীয় গুন্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হন। এর পর থেকেই সুন্দর ও সংগঠনের অন্যান্য কর্মীদের নানা ভাবে ভয় দেখানো হতে থাকে।

এতদ্‌সত্ত্বেও চিলাপাতা এলাকায় বন-আন্দোলন ক্রমশ তীব্রতর হয়, এবং গ্রামবাসীরা বনবিভাদের জঙ্গল-কাটাই বন্ধ করে দেন।

চিরকাল পায়ের-তলা-থাকা রাভা বনবস্তিবাসীদের এই উত্থান বনবিভাগের সাহেবদের সহ্য হয় নি। ২০১০-এর ৮ই এপ্রিল, মধ্যরাত্রে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ কুরমাই বনবস্তিতে ঢুকে সুন্দর সিং-এর বাড়িতে হানা দেয়। কোনো কারণ না দেখিয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তা না বলে তাঁকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তোলা হয়। সুন্দরের চেঁচামেচিতে এলাকার লোক জড় হয়ে যায়, এবং পুলিশ সুন্দরকে নিয়ে যেতে পারেনা। সুন্দরকে পুলিশ ধরতে এসেছিলো ২০০৮-এর ১১ই নভেম্বরের ঘটনায়, যে ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ সুন্দরকে বেপরোয়া মারধোর করে তাদেরই অভিযোগের ভিত্তিতে(কেস নং ৫০৪/০৮--ধারা ৩৪১,৩২৩,৫০৬)। এই কেসে আলিপুরদুয়ার এসডিজেএম আদালত থেকে সুন্দরের জামিন হয়ে যায়।পরবর্তীকালে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ সুন্দরের(সেই সঙ্গে সুন্দরের বাবা মণীন্দ্র রাভা ও অন্যান্য গ্রামবাসী,যাদের নাম নেই) বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার আটকানোর চেষ্টা, পুলিশের কাজে বাধাদান ইত্যাদি অভিযোগে আবার নতুন মামলা দায়ের করে(কেস নং ১০৪/১০ তারিখ ৮/৪/১০--ধারা ১৪৩,১৮৬,৩৫৩,৫০৬)। ২৪শে এপ্রিল বিকেলে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি আবার সুন্দরের বাড়িতে ঢোকেন,সুন্দর ধরা না দিলে গ্রামে সিআরপি নামানোর হুমকি দেওয়া হয়,আলিপুরদুয়ারের এসডিপিও আমাদের সংগঠনকে জানান,তাঁরা(পুলিশ) সুন্দরকে ধরতে বদ্ধপরিকর,এটা পুলিশের সম্মানের প্রশ্ন, সুন্দরকে তাঁরা অন্তত পাঁচ বছর জেল খাটাবেন, দেখে নেবেন ইত্যাদি,পুলিশকে ‘চ্যালেঞ্জ’ করার ফল তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

ক্রমশ দেখা যায়, সুন্দর ছাড়াও সংগঠনের আরো নানান নেতৃস্থানীয় রাভা কর্মীর বিরুদ্ধে নানান মিথ্যা মামলা করে রাখা হয়েছে। ১১ই নভেম্বর ২০০৮-এ, সুন্দরের উপর হামলার ঠিক আগে কোদাল বস্তি গ্রামসভার পক্ষ থেকে জংঙ্গলে বে-আইনী প্রবেশের অভিযোগে একটি বালি-ভর্তি ট্রাককে(ট্রাক্টির কাছে বনবিভাগের ট্রানসিট পাস বা অন্য কোনো বৈধ কাগজপত্র ছিলো না) আটকানো হয়,যার মালিক অনিল কার্জি,যে স্বয়ং পরবর্তী হামলার নেতৃত্ব দেয়। এই ট্রাক আটকানোর ঘটনাটিকে 'অপরাধ' বানিয়ে কোদাল বস্তির অজয় রাভা ও শ্যামল রাভার নামে জামিন-অযোগ্য ধারা সহ একাধিক ধারায় মামলা আনা হয়েছে(কেস নং--২১৪/০৮--ধারা ৩৪১,৩৫৩,৫০৬)। ২০০৯-এর আর একটি ঘটনায় আন্দু বস্তির কানাই রাভা, রবি রাভা এবং কাজিব রাভার নামে ওই রকমই এক মামলা দায়ের করা হয়েছে(কেস নং--৫১৮/০৮ ধারা ৩৪১,৩৫৩,৩৭৯,৩৪৯)। এঁদের 'অপরাধ' কি তা এখনো বোঝা যাচ্ছে না। এছাড়াও আরো মামলা থাকতে পারে। পুলিশ এবং বনবিভাগ যেহেতু বনাধিকার আইন অনুযায়ী কৃত গ্রামসভার যে কোন কাজকেই 'অপরাধ' বানিয়ে ফেলতে পারে, এ জাতীয় অগুন্তি মামলা থাকাই সম্ভব।

প্রশ্ন এই,পুলিশের কাজ কি? দায়িত্বশীল সমাজকর্মীদের বিরুদ্ধে বিনা কারণে মিথ্যা মামলা সাজানো, তাঁদের নানাভাবে শাসানো, উত্যক্ত করা? আদিবাসী-অরণ্যবাসীদের আক্রমণ করা, তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার হনন? দীর্ঘদিনের বঞ্চনার পর যখন অবশেষে অরণ্যের অধিকার আইনস্বীকৃত, তা জোর করে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, অস্বীকার করা?

চিলাপাতার পাশের বক্সা এলাকায় বনবিভাগের কর্মীদের বেপরোয়া এবং বে-আইনী একের পর এক রাভা মারা গেছেন। গত কয়েক বছর ধরে এই হত্যাকান্ড চলছে,জঙ্গল বাঁচানোর জন্য নাকি এই হত্যাকান্ড জরুরী। চিলাপাতায় যখন স্থানীয় রাভা মানুষ অভূতপূর্ব উদ্যোগ নিয়ে জঙ্গল বাঁচানোর চেষ্টা করছেন, তাঁদের উপর পুলিশী হামলা চলছে। এই আক্রমণ কার স্বার্থে?

উত্তরবঙ্গের জঙ্গলের প্রকৃত মালিকদের অন্যতম, এই এলাকার আদি অধিবাসী রাভা জনজাতির উপর, দীর্ঘদিন ধরে শোষিত ও বঞ্চিত নিরীহ বনবস্তিবাসীদের উপর, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর এই সুপরিকল্পিত পুলিশি আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের সংগঠন দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলনে যেতে চায়। হাজার প্ররোচনা সত্ত্বেও এই আন্দোলন গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ থাকবে।

এই আন্দোলনে আমরা আপনার/আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা চাইছি।

ধন্যবাদান্তে

লালসিং ভুজেল
সুন্দর সিং রাভা

আহ্বায়ক

রাষ্ট্রীয় বন-জন শ্রমজীবী মঞ্চ
উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক সমিতি